দৈনিক বাংলা

তারিখ 18 FEB 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

এ বছর ৪১৫৮টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ চলতি বছর দেশে নতুন ৪১৫৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। এর ফলে এসব বিদ্যালয়ে প্রায় ২০ হাজার লোকের চাকরি হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রের খবর ঃ কেবলমাত্র যেসব এলাকায় কোন বিদ্যালয় নেই সেসব এলাকায় নয়া এই প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। সরকারের নীতি অনুযায়ী প্রতি দুই কিলোমিটার অন্তর একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কথা। এরই মধ্যে উল্লিখিত নীতির আওতায় ৪৮০টি নতুন বিদ্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এসব স্কুলে শিক্ষক নিয়োগেরও ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে মহিলাদের অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। এই নিয়মের আওতায় শতকরা ৬০ ভাগ পদে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে। গত বছর এই নিয়ম অনুসরণ করার ফলে বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার সংখ্যা অনেক বেড়েছে। ১৯৯৪ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকার অনুপাত ৭৫ঃ২৫-এ উন্নীত হয়েছে। ১৯৯৩ সালে এই অনুপাত ছিল অনেক কম।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের একজন কর্মকর্তা উল্লিখিত তথ্যের সত্যতা স্বীকার করে জানান ঃ সারাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে নতুন নতুন স্কুল স্থাপন করা ছাড়াও শিক্ষাকে আরো জনপ্রিয় করে তোলার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী নেয়া হয়েছে। এসব কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে প্রতিটি বিদ্যালয় শিশুদের জন্য আরো আকর্ষণীয় করে তোলা। এ জন্য বিদ্যালয়ে পড়ার ফাঁকে বিভিন্ন খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রাথমিকভাবে পরীক্ষামূলক পাঁচটি জেলার ১০টি থানায় এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

উক্ত কর্মকর্তা আরো জানান ঃ বাধ্যতামূলকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় দেশের

(৪-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

এ বছর ৪১৫৮টি নতুন প্রাথমিক

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রত্যেক নব্য সাক্ষরদের জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় ১৬ লাখ নিরক্ষরকে সাক্ষর করা হবে।

কর্মকর্তা স্বীকার করেন যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষার ব্যাপক অগ্রগতির ব্যবস্থা থাকলেও এখনো নানা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এসব প্রতিবন্ধকতার ফলে বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পরও মাঝপথে অনেক শিশু পড়াশুনা বন্ধ করে দিচ্ছে। এতে বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিশুদের মধ্যে মাঝপথে পড়া বন্ধ করা শিশুর সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় গত বছর অনেক কমেছে। ১৯৯১ সালে মাঝপথে ঝরে পড়া বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিশুর সংখ্যা ছিল শতকরা ৬০ ভাগ। ১৯৯৪ সালে এই সংখ্যা কমে শতকরা ৪০-এ এসেছে।

তিনি জানান, এসব সত্ত্বেও গত বছর দেশে বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ কোটি ৫২ লাখ শিশু ভর্তি হয়েছে। এটা শুভ লক্ষণ।

উল্লেখ্য, চলতি বছর দেশের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ৮৮৩ কোটি ৮৯ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই খাতে এতো টাকা বরাদ্দ এর আগে আর করা হয়নি।